ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ১ হাজার ২০ রোগী

গত এক দিনে দেশে এক হাজার ২০ জন ডেঙ্গি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৬৩০ জনে।

এ সময়ে সারাদেশে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গিতে ১৩৬ জন মারা গেছেন।

রোববার সারাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের নিয়মিত ডেঙ্গিবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ৬১৮ জন ঢাকার বাসিন্দা। ঢাকার বাইরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪০২ জন। বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ২ হাজার ৩৫০ জন। আর ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি আছেন এক হাজার ২৮০ জন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের এ পর্বের অনুসন্ধানে থাকছে আরো এক মাস্টার এজেন্ট পলাশের আদ্যপান্ত।

নিয়োগ দালালি করে বহু মানুষের কাছে থেকে নেওয়া অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে বেড়ানো ধান্দাবাজ নামে পরিচিত পলাশ এখন নিজেই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শোধ করেছেন বিভিন্ন জনের পাওনা টাকাও। দুটি ইটভাটায় অর্ধকোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করে পার্টনার হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাই ও গ্লাসের দোকান দিয়েছেন। এলাকাতে কিছু জমিও কিনেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে অবৈধ অনলাইন জুয়ার বদৌলতে।

পলাশ মেহেরপুর সদর উপজেলার টুঙ্গী গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। ২০২০ সালের করোনা মহামারির সময়ে যখন অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ে পলাশও তখন অনলাইন জুয়ায় নিজেকে জড়ান। অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলেন নিজের একটি বলয়। নিজের স্বার্থে এমন কোন কাজ নেই যা পলাশ করতে পারেন না। সাংবাদিক ও পুলিশ ম্যানেজের নামে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত নিকট থেকে চাঁদা তুলে তা আত্মসাৎ করাতেও পটু এই পলাশ। এছাড়া অনলাইন জুয়ার চ্যানেল বিক্রির নামেও বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নিয়েছেন মোটা অংকের টাকা। পলাশ মেহেরপুর পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামিও। মামলার আসামি হলেও এলাকায় সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও তার স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির জন্য এলাকায় ছেলেদের নিয়োগ দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের সাথে টাকা নেন পলাশ। চাকরি দেওয়া তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিতে পারেন না। পরবর্তিতে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পেয়ে দ্রুত তার দিন বদলাতে থাকে। বনে যান অনলাইন জুয়ার ওয়ান এক্স বেটের অন্যতম মাস্টার এজেন্ট। তার এজেন্ট চ্যানেল চালানোর জন্য নিয়োগ দেন সাদ্দাম, আসিফ, আশিক, ইজারুলের ছেলে সুমন ও কটার ছেলে সবুজসহ বেশ কয়েকজন যুবককে। প্রত্যেককে মোটা অংকের বেতন দিয়ে থাকেন এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা জন্য।

সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার জন্য ওয়ান এক্স বেটের কান্ট্রি ডিরেক্টর যার ছদ্ম নাম টম। তার নির্দেশে পলাশকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের ম্যানেজ করতে। সেখান থেকে পলাশ এক সাংবাদিককে ৭লাখ দিয়ে বাকিটা আত্মসাতের জন্য নিজে রেখেছিলেন। পরে

টমের নির্দেশে জামিনের জন্য মাহফুজুর রহমান নবাবের বাবাকে দিয়েছিলেন এক লাখ টাকা। বাকি ৫০ হাজার সে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়াও সে পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য ঢাকার কোন এক ঢাকার কোন অভিযাত ব্যবসায়ীকেও ১০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। আরো এক মাস্টার এজেন্ট গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসাইনের কাছে থেকেও পলাশ পুলিশ ও সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার কথা বলে ৩ লাখ টাকা নিয়েছেন বলে অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম সম্প্রতি টুঙ্গীতে পলাশের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পলাশের বাড়ির পাশের একটি মাঁচাতে স্থানীয়দের সাথে গল্প মাতে টিমটি। এসময় আকষ্মিকভাবে পলাশ সেখানে হাজির হয়ে নিরালায় কথা বলার প্রস্তাব দেয় আমাদের অনুসন্ধানি টিমকে। গ্রামের একটি চায়ের দোকানের পাশে দাড়িয়ে কথা হয় পলাশের সাথে।

এসময় পলাশকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে সব কিছু অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে বলেন, নিয়োগ বাণিজ্য করার সময় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। পরে ওয়ান এক্স বেটের একটি চ্যানেল নিয়ে প্রায় কোটি খানেক টাকা আয় করেছি। সব দেনার টাকা শোধ করেছি। দুটি ইটভাটাতে বিনিয়োগ করলেও তিনি একটি ইটভাটায় ১৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করেন। শহরের কোর্ট সড়কে প্রায় কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নাবিলা এন্টারপ্রাইজ নামে গ্লাস ও থাইয়ের দোকান দিলেও তিনি স্বীকার করেছেন সেখানে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া তার হাতে নগৎ কিছু অর্থ আছে।

তার সাথে যখন মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম কথা বলছিলেন তখন এলাকার বেশকিছু তরুণ ছেলে সেখানে জড়ো হয়। পরে জানা যায় তারা সকলেই পলাশের লোকজন।

পরে বিভিন্নভাবে পলাশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট কোমরপুরের মাদার আলী ও স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মিলে অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের কাছে থেকে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা উঠিয়েছিলেন শুধুমাত্র পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করে।

জানা গেছে, তারা পুলিশকে পুলিশ ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে পুলিশ ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ভাঙতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং প্রায় ডজন খানেক এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পলাশও এজেন্ট হিসেবে ওই চাঁদার ভাগ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

তবে ওই টাকা কে আত্মসাৎ করেছে তারা কেউ জানে না।

আরো জানা গেছে, তারপরপরই মেহেরপুর শহরের এক সাংবাদিকের চাপে পড়ে তার বাড়িতে প্রথম দফায় ৬লাখ ৮০ হাজার এবং পরে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন যাতে কোন সাংবাদিক নিউজ না করে। টাকা দেওয়ার সময় ওই সাংবাদিকের বাড়িতে পলাশও গিয়েছিলেন। তবে ওই সাংবাদিকের দাবি ছিলো ২০ লাখ টাকা। টাকা কম হওয়াতে প্রথমে ওই সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করে টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেও পরে তা গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছিলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মেহেরপুরে অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধমে বিদেশে টাকা পাঠানোর অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের গ্রেফতারে অভিযান চলবে।

অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হয়ে রাতারাতিই কোটিপতি বনে গেছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।

বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল অনলাইন জুয়া চক্রের ডজন খানেক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন তারা। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, মেল

বেট, লাইন বেট, বেট উইনারসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।

সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে। মেহেরপুরে জেলা শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।

একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম।

এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে অনলাইন জুয়ার নানা চমকপ্রদ তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে আসছে। ধারাবাহিকভাবে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সব খবর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

গাংনীতে তালাক দিতে চাওয়ায় ৫ম স্ত্রীকে খুন করলেন স্বামী

পরপর চারটি স্ত্রী স্বামী বিদ্যুতকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। মাত্র এক মাস আগে সাবিনা খাতুন (৩২) কে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন বিদ্যুৎ। পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুনও এবার তাকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। এবার সেটা হতে দেইনি পাষন্ড স্বামী বিদ্যুৎ। ছেড়ে যাওয়ার আগেই তাকে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে দিলো। ঘুমন্ত অবস্থায় সাবিনাকে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় বিদ্যুৎ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামের হুদাপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় এই নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে।

খবর পেয়ে আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ৯ টার সময় গাংনী থানা পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল তৈরি করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, ধারনা করা হচ্ছে সাবিনা খাতুনকে ঘুমন্ত অবস্থায় ভারী কোনো বস্তু দিয়ে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
খবর পেয়ে তার নিজ ঘর থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানান, চার বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ হোসেন ৫ টি বিয়ে করেন। তার প্রথম স্ত্রী পার্শ্ববর্তি কৃুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রাজনগর গ্রামের আখি খাতুন বিয়ের মাত্র ৬ দিনের মাথায় তালাক দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী গাংনী উপজেলার ইসমত আরা বিয়ের এক মাসের মধ্যে তালাক দিয়ে চলে যায়। তৃতীয় স্ত্রী চুয়াডার আলমডাঙ্গার জান্নাতুল নেছা বিয়ের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় তালাক দিয়ে চলে যায়। চতুর্থ স্ত্রী পার্শ্ববর্তি সহড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের মেয়ে কবিতা খাতুন বিয়ের মাত্র ৬ দিনের মাথায় তাকে ছেড়ে চলে যায়। এসব বিয়ের কথা গোপন রেখে পঞ্চমবারের মত বিয়ে করে কুমারীডাঙ্গা গ্রামের সাত্তার আলীর মেয়ে সাবিনা খাতুনকে।

নিহত সাবিনা খাতুনের মা নিসারন নেছা বলেন, তিনদিন আমার বাড়িতে মেয়ে জামাই থেকে গতকালকেই এসেছে। এসেই হত্যা করলো। তিনি বলেন আমার মেয়েকে বিয়ের আগে বলেছিলো বিদ্যুতের একটা বিয়ে হয়েছিলো। সেই বউ বেরিয়ে গেছে এজন্য আমরা তার সাথে বিয়ে দিয়েছি। তার শারীরিক সমস্যা ছিলো। তারপরেও আমার মেয়ে বলেছিলো স্বামীকে চিকিৎসা করাতে হবে। আজকে আমার মেয়েকেই হারিয়ে ফেললাম।

সিত্রাংয়ে প্রভাবে সাড়ে ৪ হাজার মোবাইল টাওয়ার অচল

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাবে সোমবার তছনছ হয়ে গেছে উপকূলীয় এলাকার মোবাইল নেটওয়ার্ক। ঝড়ে মোট ৪ হাজার ৫৬৩টি মোবাইল টাওয়ার অচল হয়ে পড়ে। এতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়েস কল, এসএমএস এবং ইন্টারনেট সেবা বিঘ্নিত হয়। সমস্যার সৃষ্টি হয় মোবাইল নেটওয়ার্কে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এ তথ্য জানিয়েছে।

বিটিআরসি জানায়, আগের দিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সাড়ে চার হাজার টাওয়ার অচল হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সচল হয়েছে ৬৮৪টি টাওয়ার।

মোবাইল অপারেটরদের দেওয়া তথ্য মতে, টেলিটকের ৪৩৮টির মধ্যে ৬৮টি, গ্রামীণফোনের ১ হাজার ৬৮৩টির মধ্যে ৫৩৪টি, রবির ১ হাজার ৩৬৭টির মধ্যে ৮০টি ও বাংলালিংকের ১ হাজার ৭৫টির মধ্যে ২টি সচল করা হয়েছে।

এদিকে, ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ায় সব সমুদ্রবন্দর থেকে বিপৎসংকেত নামানো হয়েছে। এর পরিবর্তে এখন ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাব মেহেরপুরে দিনভর বৃষ্টি ও হীমেল হাওয়া

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাব মেহেরপুরে রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার(২৪ অক্টোবর) সারাদিন ব্যাপি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও উত্তরের হীমেল হাওয়া বইছে। আর এই হীমেল হাওয়ায় আজ থেকে শুরু হলো শীতের আমেজ। এই বৈরী আবহাওয়ার কারনে বিপাকে পড়েছে জেলার খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ গুলো।

এভাবে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছে আমন চাষীরা। জেলার ৩ উপজেলার কিছু কিছু এলাকার মাঠ জুড়ে কৃষকের সোনালী ফসলের হাসি বৃষ্টিতে ভিজে স্বপ্ন ফিকে হওয়ার আশংকা করছেন।

আজ সোমবার (২৪ অক্টোবর) গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার কারণে কাজ না পেয়ে অনেকে বিভিন্ন দোকানে বসে থাকতে দেখা গেছে।

গাংনীর নওপাড়া গ্রামের চম্পা খাতুন ও সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের রহিমা খাতুন সকালে গাংনী বাজারের একটি দোকানের টিনের ছাউনিতে বসেছিলেন গেরহেস্তের আশায়। তারা বলেন, ভোরবেলায় ভিজতে ভিজতেই কাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছি। কিন্তু গেরহেস্ত পাইনি। তাই বসে আছি। কাজ না করলে তো পেটে ভাত যাবে না।

গাংনীর শিশিরপাড় গ্রামের পাখিভ্যান চালক রহিম আলী বলেন

,অন্যান্যদিনে ৩/৪ শ টাকা ভাড়া মারলেও আজকে বৃষ্টির কারণে ভাড়া হয়নি। সকাল থেকে কিছু টাকা ভাড়া মারছি। কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির কারণে আর ভাড়া মারতে পারছিনা।

মেহেরপুর শহরের ইজিবাইক চালক সামসুল মিয়া বলেন, লোকজন আজ তেমন বাইরে বের হইনি। ভাড়া আসবে

কোথা থেকে। সারাদিনে ১০০ টাকা ভাড়া মেরেছি। আর এই বিকেলটুকুতে যদি দু পঞ্চাশ টাকা মারতে পারি সেই জন্য ঘুরছি। দেখি কত টাকা ভাড়া হয়।

বাওট গ্রামের দিন মজুর হামিদুল বলেন, আমাকে সমিতির কিস্তি দিতে হয়। আজকে মুনিশ খাটতে যেতে পারিনি। কি করে কিস্তি দেবো সেটা ভাবছি।আমার চার জনের সংসার। তাদের পেটের আহারও যোগাতে পারিনি এখনো।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সামাদুল ইসলাম জানান, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিন্মচাপ থেকে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় “সিত্রাং”- এর প্রভাবে লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবেই সারাদেশের ন্যয় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

বুধবার থেকে বৃষ্টি কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় “সিত্রাং”- এর প্রভাব কেটে যাওয়ার সাথে সাথে সারাদেশের তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। সেই সাথে শীত অনুভূত হতে থাকবে।এমনকি শীত পড়বে বেশি।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে অনলাইন জুয়ার আরো চার এজেন্টকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম ও সাইবার অপরাধ বিভাগের এসআই মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে যৌথভাবে মহাজনপুর গ্রামের মাঠাপাড়া এলাকার খয়রুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার অনলাইন এজেন্টকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের দক্ষিণপাড়া বাসিন্দা ও সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান জয় (২৪), রশিকপুর গ্রামের খানপাড়ার রকিব শেখের ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৬), মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মনিরুল ইসলামের ছেলে আক্তারুজ্জামান আক্তার (২২) ও মহাজনপুর খাঁ পাড়ার আবুল বাশারের ছেলে রুবেল হোসেন (২৩)।

এসময় তাদের অপর সহযোগী মহাজনপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শাহিন (৩০), খয়রুদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), জাকের আলীর ছেলে হেলাল (২৮), উজ্জল হোসেনের ছেলে মাহফুজ (২০) পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় এস আই উত্তম কুমার বাদী হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় তদন্তভার দেওয়া হয়েছে ডিবি ওসি সাইফুল আলমকে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামি মাহফুজুর রহমান জয়ের কাছ থেকে একটি অপপো ব্রান্ডের মোবাইল ফোনসহ ০১৯১১৯০৮৪৭৪ ও ০১৫৮১-৩৮৬৯৭৪, আসামি আক্তারুজ্জামানের কাছে স্যামস্যাং গ্যালাক্সি কোম্পানীর মোবাইল ফোন এবং সিম নং ০১৮৪১০৬৫১৩০ এবং ০১৮৮৮০৮৯৬০৩, তরিকুল ইসলামের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রিয়েল মি জিটি মাষ্টার মডেলের একটি ফোন। মোবাইলে সিম রয়েছে ০১৯৪৫ ১৫৬৬৭৩ এবং ০১৬৫০-১১৫১৮৮, রুবেল হোসেনের কাছ থেকে রেডমি নাইন মডেলের মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ০১৯৭৩৯৫৮০৩০ এবং ০১৩০৫-৪২৪৫৭৩। এছাড়া একটি বিকাশ এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৫৩৫৮৮২৪১, ও একটি রকেট এজেন্ট সিম যার নং ০১৭৭৯৩৪৯৭৩৬, দুটি গ্রামীণ ফোন কোম্পানীর সিম দুটি সাদা কাগজে মোড়ানো। রকেট ১৩৫৭ ও বিকাশ ২২২৩৪ লেখা আছে। সিম দুটির আসামি তরিকুল ইসলামের নিকট থেকে জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়া ৫০ হাজার নগদ টাকাও জব্দ করা হয়েছে।পলাতক আসামি শাহীনের ফেলে যাওয়া ইনফিনিক্◌্র হট ১২ মডেলের ফোন থেকে ০১৬১২৬৯৪৫৭৩ ও

০১৮১৬৯৫৬৩৪২ সিম জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া সিম বাদেই একটি ভিভো ওয়াই৭৬ ফাইভজি মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামের ফেলে যাওয়া রিয়েলমি ৮ মডেলের মোবাইল ফোন থেকে ০১৩১৬৯১৮৮৮৯ সিম পাওয়া গেছে। রবি কোম্পানীর এসএমই ৪.৫জি নতুন ১০ টি সিম, কার্ডযার প্রতিটি প্যাকেটের স্টীকারে আলাদা আলাদা নম্বর লেখা রয়েছে। সিম কার্ডগুলো পলাতক শাহীনের বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহারে বাদী বলেন, বিভিন্ন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, এক শ্রেনীর অসাধু লোক রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনিয়ার. এবং ওয়ালমেট এর সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। এসব সাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যাতিরেকে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন, মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায়য়ে কতিপয় সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর যোগসাজসে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

এসব অনলাইন জুয়া সাইটের সাব এজেন্টের ভূঁয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ, নগদ, রকেট উপায় এর রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীক এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীক সিম নিবন্ধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই ই-ট্রানজেকশন করছে।

আটক মাহফুজুর রহমান জয়কে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, সে ওয়ানএক্◌্রবেটের সাব এজেন্ট। তার নিজের চ্যানেলের নাম প্রামানিক নগদ (সাব এজেন্ট-১৪৪৮৪) সে নগদ এজেন্ট নাম্বার ০১৯৭৫১০০০৯০ জুয়ার ওয়ালে ব্যবহার করে তার নিজের ওয়ানএক্সবেট এর সাব এজেন্ট পরিচালনা করেন।

সে আরো জানায়, তার ফোনে রেড্ডি নামক মোবাইল এপলিকেশন অনলাইন জুয়া ওয়ান এক্সবেট অর্থ পরিচালনাকারী ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট. আইও আছে। তার চ্যানেলের এ্যাকাউন্টে বর্তমানে ৭ লাখ ৯৩ হাজার ৭৮৩ টাকা রয়েছে। এছাড়া তার সহযোগী মোনাখালি গ্রামের বদর কামড়ির ছেলে আব্দুস ছামাদ জুয়ার অন্যান্য জুয়ার সাইট পরিচালনা করেন।

অপর আসামি আক্তারুজ্জামানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, সে এবং পলাতক আসামি শাহীন ও আরিফুল ইসলাম এক সাথে চ্যানেল বিক্রয়সহ সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে এজেন্ট নাম্বার ব্যবহার করে অবৈধ ই ট্রানজেকশন করে। অনলাইন জুয়া

ওয়ানএক্সবেট, লাইনবেট, মেলবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ১৮-২০ জন সাব এজেন্ট হিসেবে তাদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।

গ্রেফতারকৃত তরিকুল ইসলাম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, সে নিজে পলাতক আসামি শাহীন আব্দুস ছামাদ, আরিফুল এবং গ্রেফতারকৃত আক্তারুজ্জামানের নিকট থেকে ওয়ানএক্◌্রবিটের একটি সাব এজেন্ট চ্যানেল নিয়ে দুটি এজেন্ট সিম কার্ড ০১৭৫৩-৫৮৮২৪১ (বিকাশ এজেন্ট) এবং ০১৭৭৯-৩৪৯৭৩৬ (রকেট এজেন্ট) ভাড়া নেওয়ার জন্য আসে। এক মাসের জন্য ওই এজেন্ট সিম দুটির ৫০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়ার জন্য আসেন।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, পলাতক আসামি আরিফুল, হেলাল, মাহফুজের কর্মী হিসেবে ওয়ানএক্সবেট, বেট উইনার এবং ওয়ালমেট এর ডিপোজিট এবং উইথড্রল এর কাজ করে। পলাতক আসামি শাহীন এর ফেলে যাওয়া মোবাইল ফোন যা গ্রেফতারকৃত আসামিদের কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছে।

ওই ফোনটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর এ্যাডমিন হিসেবে রহমান নগদ, রহমান রকেট, রহমান বিকাশ, রহমান উপায়সহ ৪টি চ্যানেল পরিচালনা করেন। অনলাইন জুয়া বেট উইনার এর অবৈধ জুয়ার টাকা জুয়ার চ্যানেলে রহমান নগদ এজেন্ট নাম্বার ০১৮৪০৬৬৫২৬৪, রহমান রকেট এজেন্ট নাম্বর ০১৮৬৫ ৭৩৪৭৭০, রহমান বিকাশ এজেন্ট নং ০১৩১৯৭৬৬৯৯১, রহমান উপায় এজেন্ট নং ০১৮৬৯ ৫২৫৩৫৪ ব্যবহার করে বেট উইনার এর ওয়েবসাইটের ওয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার টাকা ই-ট্রানজেকশন করে।

গ্রেফতারকৃত মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান তারিকুল ইসলাম ও রুবেল হোসেন পলাতক আসামিসহ অজ্ঞাতনামা অন্যান্য আসামি অবৈধ ই ট্রানজেকশনের জন্য ভূঁয়া ট্রেড লাইসেন্স এর মাধ্যমে অসৎ উদ্দ্যেশ্যে অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং রকেট, নগদ, বিকাশ ও উপায় এজেন্ট সিমকার্ড তুলে অনলাইন জুয়া খেলা পরিচালনা করে আসছে।

মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার অন্যান্য এজেন্টদের আইনের আওতায় আনার অভিযান অব্যহত রয়েছে। অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে তারা রাশিয়ায় কোটি কোটি টাকা পাচার করছে। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে আমরা এ দূর্গ নিশ্চিহৃ করতে মাঠে কাজ করছি।

এদিকে, পুলিশের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ করছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও দুই শতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম পরিচয় উঠে আসছে। ইতোমধ্যে মেহেরপুর প্রতিদিনে এনিয়ে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ক্যাটাগরি ভিত্তিক ধারাবাহিক ৯টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। বিপরীত দিকে অনলাইন জুয়া খেলে নি:স্ব হচ্ছেন হাজার হাজার তরুণ। আর এসকল টাকা অবৈধভাবে ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ায় পাচার করছেন এসকল অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত এজেন্টরা।

এসব এজেন্টদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি, ছাত্র নেতা, শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভসহ উঠতি বয়সের তরুণরা।

মেহেরপুর প্রতিদিন এসকল অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন করতে কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সংবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাকিদেরও সংবাদ প্রকাশের জন্য অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সংবাদগুলো পড়ুন

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম রেজা ওরফে শামিমকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ।

গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে এই ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করার জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত।

শামিম রেজা গ্রেফতার এড়াতে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের আইনজীবী গোপাল চন্দ্রর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।

এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে

বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন।

বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।

শুধ শামিম রেজা নয়, “অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার
কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজনকে আটক করে তাদের স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের অনুসন্ধানে নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

মেহেরপুরে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে, ফোনে টাকা ফেরত চাচ্ছেন পরাজিত প্রার্থীরা

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে জিততে জেলার কয়েকজ সদস্য প্রার্থী ভোটারদের এক লাখ টাকা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ প্রার্থীরা নির্বাচনে জিততে পারেননি। নির্বাচনে হেরে এখন ভোটারদের কাছে টাকা ফেরত নিতে তাঁরা চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পরাজিত প্রার্থীদের চাপে কয়েকজন ভোটার প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের (গাংনী উপজেলা) পরাজিত দুই সদস্য প্রার্থী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন অন্তত দুজন ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও চারজন ইউপি সদস্য। গত সোমবার ওই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মজিরুল অটোরিকশা প্রতীক ও হাফিজুর তালা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন।

ভোট দেওয়ার বিপরীতে টাকা নেওয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কেউই

নিজেদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাঁরা বলেন, নির্বাচনে জিততে মজিরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমান ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর করে এক লাখ টাকার বান্ডিল দিয়ে আসেন। ভোটে তাঁরা দুজনই পরাজিত হয়েছেন। এখন তাঁরা ওই টাকা ফেরত চাচ্ছেন। কিন্তু ভোটারদের অনেকে সেই টাকা ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছেন।

একটি সূত্রে জানা গেছে, মজিরুল ইসলাম ৯০ জন ভোটারকে এক লাখ করে টাকা দিয়েছেন। হেরে যাওয়ায় তার মেয়ে উপজেলা পরিষদের কর্মচারী সঞ্চিতা ও সাহাবদ্দিন নামের এক মেম্বার মজিরুলের টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিচ্ছেন। গতকাল বুধবার রাত ৯টা পর্যন্ত পর্যন্ত ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ফেরত নিতে পেরেছেন বলে জানা গেছে।

গাংনীর বামন্দী ইউপির চেয়ারম্যান কমল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, মজিরুল ও হাফিজুর একটি মাইক্রোবাসে করে সকাল থেকে উপজেলার চারটি ইউনিয়নের ভোটারদের কাছে গিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া টাকা ফেরত চেয়েছেন। টাকা ফেরত না দিলে বড় ধরনের অসুবিধা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউনিয়নের এক সদস্য ভোটার জানান, সদস্য প্রার্থী আলমাস হোসেন শিলু ভোটারদের এক লাখ করে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটে হেরে যাওয়ায় পরদিন থেকে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে, কাউকে ফোন দিয়ে টাকা ফেরত চাচ্ছেন।

ভোটারদের অভিযোগ সত্য নয় দাবি করে মজিরুল ইসলাম বলেন, ‘এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। যাঁরা এসব অভিযোগ করছেন, তাঁরা আমার বিরোধী পক্ষ।’

তবে তালা প্রতীকের প্রার্থী হাফিজুর রহমান দুপুরে বলেন, নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর কয়েকটি ইউনিয়নের ভোটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তিনি। সাক্ষাতে ভোটারদের ভোট দেওয়া না দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। ভোটাররা আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছেন কি না, সেটা জানতে গিয়েছিলেন তিনি।

টাকা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে হাফিজুর রহমান বলেন, ‘নির্বাচনে লাভ বলে কিছু নেই। সব লোকসান। নির্বাচনে লোকসান গুনতে হয়। আমিও তাই লোকসান গুনেছি।’

নির্বাচনে এক ইউপি সদস্য ভোটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন,

ভোটের কয়েক দিন আগে মজিরুল ইসলাম ইউপি সদস্যদের কাছে দেনদরবার শুরু করেন। শেষে তিনি এক লাখ টাকা দেন। টাকা না নিলে সমস্যা হবে ভেবে অনেকে টাকা নিয়েছেন। নির্বাচনে হারার পর তিনি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা ফেরত চাচ্ছেন। এতে এলাকায় টাকা দেওয়ার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে। ইউপি সদস্যদেরও মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এলাকার চায়ের দোকানেও এখন টাকা নেওয়া ও ফেরত চাওয়ার বিষয়টি আলোচিত।

এ বিষয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবু আনছার বলেন, নির্বাচনে অর্থ লেনদেনের বিষয়টি আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভেন্যু পাল্টে কবীর সুমনের গানের অনুষ্ঠানের অনুমতি দিল ডিএমপি

অবশেষে গানের অনুষ্ঠান আয়োজনের সবুজ সংকেত পেয়েছেন ভারতীয় শিল্পী কবীর সুমন। তবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নয়; তার অনুষ্ঠান আয়োজনের নতুন ভেন্যু ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ঠিক করে দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) একেএম হাফিজ আক্তার শুক্রবার দুপুরে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার জাতীয় জাদুঘরে কবীর সুমনের গান আয়োজনের অনুমতি দেয়নি ডিএমপি।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত কমিশনার একেএম হাফিজ বলেন, ‘জাদুঘর কেপিআই এলাকা। নিরাপত্তার কথা ভেবে সেখানে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আয়োজকরা পরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুমতি চাইলে আমরা তা অনুমোদন করি।’

বিখ্যাত অ্যালবাম ‘তোমাকে চাই’-এর তিন দশক পূর্তিতে ঢাকায় ‘সুমনের গান’ শিরোনামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে পিপহোল

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। শনিবার থেকে তিন দিনের এ আয়োজনে গান গাইতে বৃহস্পতিবার সকালেই ঢাকা পৌঁছেছেন ভারতের বাংলা গানের জনপ্রিয় শিল্পী সুমন।

নতুন ভেন্যুর বিষয়ে পিপহোলের কর্মকর্তা মীর আরিফ বিল্লাহ এক সংক্ষিপ্ত বার্তায় জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় শিল্পকলায় সংবাদ সম্মেলন করে তারা অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্তারিত বলবেন।

প্রসঙ্গত, জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ১৫ অক্টোবর আধুনিক বাংলা গান, ১৮ অক্টোবর বাংলা খেয়াল ও ২১ অক্টোবর আধুনিক বাংলা গান পরিবেশনের কথা ছিল কবীর সুমনের। সে অনুযায়ী টিকিটও বিক্রি করা হয়।

মেহেরপুরে সেই এনজিওর নামে আদালতের স্বপ্রণোদিত মামলা

“অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও সোনালী ফাউণ্ডেশন” শিরোনামে গত ৫ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে সেই এনজিও বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন আদালত।

গত মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসএম শরিয়ত উল্লাহ্ এ মামলা দায়ের করেন। একই সাথে কোনোরূপ ব্যর্থতা ছাড়া আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (স্বয়ং) কে নির্দেশ প্রদান করেন।

আদেশে আদালত বলেন, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক হয়ে থাকলে তা সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা এবং অর্থ আত্মসাৎ যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আদালত আদেশে উল্লেখ করেন। প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায় শহরের ঠিক প্রাণকেন্দ্রে এভাবে ব্যবসার নামে প্রতারণা করে মানুষের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও আদালত মন্তব্য করেন। এর সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনয়নের নিমিত্ত মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ

(স্বয়ং)-কে পাঁচ দফা নির্দেশনাসহ আগামী ১০ নভেম্বর এর মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর শহরের যাদবপুর সড়কে একটি ভবন ভাড়া নিয়ে সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান ঋণ দেওয়ার নাম করে গ্রাহকদের কাছে থেকে অর্ধকোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এনিয়ে গত ৫ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও সোনালী ফাউন্ডেশন” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়।

সংবাদটি পড়ুন অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’